بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২৬ মার্চ ২০২০

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আগামী বছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হবে এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ বছর 'মুজিববর্ষ' পালন করা হচ্ছে, যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দূর্লভ সম্মান। স্বাধীনতা দিবসের এ শুভলগ্নে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঐতিহাসিক এই দিনে আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন বাসভূমি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই কূটনৈতিক কোরের সদস্যদের যাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালে ও যুদ্ধ পরবর্তীতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নৈতিক সমর্থন এবং আর্থিক ও সামরিক সহায়তা লাভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

জাতির পিতার ক্যারিজম্যাটিক নেতৃত্ব এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতিরই নন, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এদেশে উন্নয়নের বীজ রোপিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়।

দেশের অগ্রযাত্রা সাময়িক ব্যাহত হলেও বঙ্গবন্ধুর স্বার্থক উত্তরসূরি তারই সুযোগ্য কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বাংলাদেশ আজ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে প্রবাসী জনগণের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের নিবেদিতপ্রাণ যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন তাদের জন্য রইল স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

মহান স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল, প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি- আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি